R N No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা পরিস্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
২৪-২৫ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯-২৬ কার্ত্তিক, ১৩৮৭ সাল।
৫-১২ নভেম্বর, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯টাঃ, সডাক ১০টাঃ

পারশিবপুর চরের ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কয়েকটি প্রশ্ন

ফরওয়ার্ড বল্‌কের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত রায় ৪।১০।৮০ তারিখে সামসেরগঞ্জ থানার পারশিবপুর চরের উদ্বাস্তু পল্লীর উপর সহস্রাধিক সশস্ত্র দুস্কৃতিকারীর নৃশংস আক্রমণ, নারকীয় হত্যাকাণ্ড আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর বর্ব্বরোচিত নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সংবাদ-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত এক বিবৃতিতে এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন তিনি মনে করেন পুলিশ ও প্রশাসন তৎপর থাকলে এত বড় নৃশংস ঘটনা কখনই সংঘটিত হত না। জয়ন্তবাবু একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন :

১] পারশিবপুর চরে আক্রমণ একটি সুপরিকল্পিত ঘটনা এবং এর পেছনে স্থানীয় চোরাচালান চক্রের অনেক রাঘব বোয়াল সক্রিয়ভাবে যুক্ত। এরাই আক্রমণের খসড়া পরিকল্পনা রচনা ও আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করেছে। বাংলাদেশের সীমানা সংলগ্ন পারশিবপুর চর দিয়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার বিড়ির পাতা ও মসলা এবং নানান জিনিষ পাচার হয় বাংলাদেশে। পারশিবপুরের উদ্বাস্তু কলোনী সেই চোরাচালান চক্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছে। পুলিশের গোপন সংবাদ সংগ্রহ বিভাগ কেন আগে থেকে এই আক্রমণের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলো না?

২] পারশিবপুরের জমি নিয়ে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বিরোধ দীর্ঘদিনের। সরকারের উচিত ছিল জমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামে জরিপ ক্যাম্প বসিয়ে জমির প্রকৃত মালিকের হাতে জমির দখল দেওয়া। কিন্তু তা করা হয়নি। সব জেনেশুনেও জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছিলেন কেন? এর কারণ খুঁজে বার করা দরকার।

৩) ঘটনার পর দোষীদের গ্রেপ্তারের নাম করে পুলিশ স্থানীয় নিরপরাধ লোকেদের উপর হামলা চালিয়ে এই ঘটনার উপর রং লাগাতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে। যে সমস্ত সমাজবিরোধী এই ঘটনার সাথে যুক্ত, পুলিস তাদের ভালোভাবেই চেনে। অথচ তাদের গ্রেপ্তারের কোন ব্যবস্থা না করে অপ্রীতিকর বাতাবরণ সহায়তা করা হচ্ছে। ফলে এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর কোন সদুত্তর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি? পরিশেষে জয়ন্তবাবু বলেছেন, এই ঘটনার নায়কদের শাস্তি দিতে না পারলে প্রশাসনের ওপর মানুষের কোন আস্থা থাকবে না। তাই প্রয়োজন অবিলম্বে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত এবং সত্য উদ্‌ঘাটন।

রেডক্রশের সাহায্য : জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে সামসেরগঞ্জ থানার পারশিবপুর চরের ৮৫টি পরিবার বাস্তুহারা হয়ে এখন নিমতিতা ষ্টেশনে অতি কষ্টে দিনযাপন করছেন। ১৮ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা রেডক্রশ সমিতি লঙ্গরখানা খুলে এই সমস্ত পরিবারের মধ্যে খিচুরি বিতরণ করেন। এ ছাড়াও ধুতি, শাড়ি ও জামাপ্যাণ্ট বিতরণ করা হয় বলে জানানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতি ২ নভেম্বর বহরমপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পারশিবপুর চরের ঘটনার উপর আলোকপাতের আয়োজন করেন বলে জানানো হয়েছে।

সাগরদীঘির গ্রামে আবার ধর্ষণ

সাগরদীঘি, ৫ নভেম্বর—ধর্ষণের একটি ঘটনার পর কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই এই থানার মনিগ্রামে গত মাসের শেষ সপ্তাহে আবার দুটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলে খবর এসেছে। জানানো হয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ান ও ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের একজন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারী ছুটিতে গ্রামের বাড়ী এসে ২২ অকটোবর সকালে মনিগ্রাম সংরক্ষিত বনে দুই যুবতীকে ধর্ষণ করেন। গোবর কুরাতে গিয়ে ওই দুই যুবতী পাশবিক লালসার শিকার হয় বলে প্রকাশ। সাগরদীঘি থানায় অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ অভিযুক্তদের ধরে নিয়ে যায় এবং পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর পুলিশের কার্যকলাপ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে বলে জানা গেছে।

সি-পি-এম এর বিরুদ্ধে কং (ই) এর আক্রমণ ও হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের কংগ্রেস [ই] দলের এম-এল-এ হাবিবুর রহমান এক বিবৃতিতে রঘুনাথগঞ্জ ১নং বল্‌ক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সি-পি-আই [এম] এর কমরেডরা প্রশাসনিক সহায়তায় অহরহ কং [ই) কর্মী ও সমর্থকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, ১৮ অকটোবর এ ধরনের একটি সশস্ত্র হামলার ঘটনায় বহু কং

[৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কান্দীতে প্রধান ডাকঘর

নিঃ সংবাদদাতা : কান্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলার তৃতীয় প্রধান ডাকঘর চালু হতে চলেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পয়লা ডিসেম্বর থেকে ডাকঘরটি চালু হবে বলে জানা গেছে। ইতিপূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জে জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘর খোলার সময় কান্দীর সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জের দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরটি রঘুনাথগঞ্জে খোলা হয়। এবার তৃতীয় প্রধান ডাকঘরটি কান্দীতে অনুমোদন করা হয়। আগামী বৎসর জঙ্গিপুর মহকুমায় রঘুনাথগঞ্জ অথবা ফরাক্কায় জেলার দ্বিতীয় ডিভিসন অফিস খোলা হতে পারে বলে আশা আছে।

মনসা মূর্তি উদ্ধার

সাগরদীঘি ৮ নভেম্বর—ছামুগ্রামে আজ একটি পুকুরে জল মারার সময় কষ্টিপাথরের তৈরী একটি প্রাচীন মনসা মূর্তি পাওয়া যায়। কারুকার্যখচিত মূর্তিটি পাল যুগের তৈরী বলে অনুমান করা হচ্ছে। গ্রামের প্রচলিত প্রবাদে দীর্ঘদিন ধরে মনসা মূর্তির কথা শোনাযেত, আজ তার আবিস্কারে প্রবচনের অবসান ঘটল।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯/২৬ কার্ত্তিক সন ১৩৮৭ সাল

অ-সহজ শিক্ষানীতি

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে আশ্বাস মিলিয়াছে যে সহজপাঠ আপাততঃ — প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যতালিকা হইতে বিদায় লইতেছে না। কিন্তু ইহাতে সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে 'শুভবুদ্ধি'র উদয় হইয়াছে কিনা এ জিজ্ঞাসা এ-রাজ্যের অগণিত শিক্ষানুরাগীর। বস্তুতঃ এ-রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে তথাকথিত সরকারী 'অভিযান' শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে। ইহার প্রথম শিকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারী আদেশনামায় সিনেট, সিণ্ডিকেট, এ্যাকাডেমিক কাউন্সিল সবই বাতিল হইল। ইহার পর অন্য বিশ্ববিদ্যালয় ষাটটির ও বেশী স্পনসরড্ কলেজের কমিটিও বাতিল হইল। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে জানা যায় যে, এগুলিতে বেশ কিছু শ্রমিক ও কৃষক নেতাকে সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করিয়া একটি তথাকথিত সরকারী প্রশাসনিক কমিটি চালু করা হইয়াছে। সরকারী অধিগ্রহণের বিস্তার লাভ ঘটিয়াছে স্কুলগুলির ক্ষেত্রেও। মাধ্যমিক স্তরে তেরোশোরও বেশী স্কুলে নির্বাচিত কমিটি বাতিল করিয়া প্রশাসক নিয়োগ করা হইয়াছে। দুই বৎসর অতিক্রান্ত। অথচ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রশাসক নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচিত কমিটি স্থলাভিষিক্ত করার কথা। প্রাথমিক স্তরেও স্কুলগুলির কমিটিতে স্থান মিলিয়াছে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এবং বলা বাহুল্য তাহা সরকারী বিধান অনুসারে। প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্য্যন্ত এইভাবে ব্যাপক অভিযানে 'সফল' সরকার আপাতত এ-রাজ্যের জন্য একটি 'বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি' সম্বলিত পাঠ্যসূচী লইয়া ছাত্রদের কাছে উপস্থিত। ইংরেজীকে প্রাথমিক স্তর হইতে তুলিয়া দিবার সরকারী সিদ্ধান্তে ক্ষীণ বুদ্ধিজীবি প্রতিবাদ ঘটিলেও আমাদের বুঝি আরও কিছু জানার বাকী ছিল। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো সংস্থা বলিয়া কিছু আছে তাহা বোধ— হয় সরকারের জানা ছিল না। সহজপাঠ প্রাথমিক স্তর হইতে তুলিয়া লওয়া হইতেছে— গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল ক্রমে'র মতো তাহারা কিভাবে যে খবরটি ছড়াইয়া দিল ও জনমত গঠন করিল ইহা এখনও রীতিমতো সরকারী বিস্ময়। কিন্তু ভবা ভুলিবার নয়। সরকারের স্নেহধন্য সিলেবাস কমিটি রচিত নতুন বইটির (এখনও ছাপা হয় নাই) সহিত সহজপাঠের একই সঙ্গে অধিষ্ঠান লাভ ঘটিবে; কিন্তু তাহার অধিক মর্য্যাদা না হোক অন্ততঃ — সমান — মর্যাদা লাভ ঘটিবে কি না এইটাই আশঙ্কা থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ সরকারী দলের স্নেহধন্য একটি শিক্ষক সমিতি এ-ব্যাপারে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আশঙ্কা আদৌ দূর হয় না। পঞ্চাশ — বৎসর পরে সহজপাঠের প্রাসঙ্গিকতাকে তাঁহারা শুধু নস্যাৎই করেন নাই, তথাকথিত শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতিতে রচিত বইটি চালু করার পক্ষে দৃঢ় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 'সমাজ সচেতন' ও 'বাস্তব মুখী' শিক্ষা চালু করার ক্ষেত্রে সিলেবাস কমিটি যে 'মুশকিল আসান' প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে যে শুধু ছাত্রদের মুখে হাসি ফুটিবে তাহাই নয়, অভিভাবকরাও যারপর নাই আহ্লাদিত হইবেন। 'শিক্ষক-শিক্ষণ' প্রণালীর শিক্ষায় আপাততঃ পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত কোন ছাত্র 'ফেল' সার্টিফিকেট পাইবে না। জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করিতে আসিয়া প্রাথমিক স্তরে যে শতকরা ষাটজন ছাত্র-ছাত্রী এক নিঃশ্বাসে প্রাথমিক স্তর ডিঙাইতে পারে না আপাততঃ তাহাদের পুনর্বাসন ঘটিল। নিন্দুকেরা বলিলেন ইহাতে সুকুমারমতি ছাত্রদের শৈশবেই জ্ঞানের প্রতিযোগিতার উৎস মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু আমরা বলিব 'সমানাধিকার' ও সাম্যের আদর্শ যদি শৈশবেই শিশুমনে প্রতিষ্ঠিত না করা হইল তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সার্থকতা কোথায়?

চিঠি-পত্র

গণসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ণ

মার্কিন সরকার নিয়োজিত একটি স্টাডি টিম গত ২৫-৭-৮০ তারিখে প্রকাশিত তাঁদের রিপোর্ট আগামী ২০০০ সালে পৃথিবীর বহুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত যে আশু অর্থনৈতিক সংকটের ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তা নিয়ে অনেকেই ভাবিত এবং শ্রীসুধীরকুমার ঘোষাল ও এর ব্যতিক্রম নন (যদি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধটিতে এ তথ্যটির কোনও উল্লেখ নেই) উক্ত সমীক্ষায় বলা হ'য়েছে আজকের জনসংখ্যা এ-শতাব্দীর শেষে দাঁড়াবে ৬'৪ মিলিয়ন (অর্থাৎ ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি)। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে ১০০ ভাগ। অভাব, অপুষ্টি আর অনাহারের নরকরাজ্যে, এমন কি অনেকের ভাগ্যেই জুটবে না পানীয় জলের সরবরাহ। আর এ-সব কিছুর জন্য মূলতঃ দায়ী করা হ'য়েছে দরিদ্র দেশগুলিকে। বলা হয়েছে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৯০ ভাগ বৃদ্ধি ঘটেছে এ-সব দেশগুলিতে। এর জন্য টোটকা তাবিজ হিসেবে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট দাওয়াই বাতলেছেন: উপযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের রক্ষাকবচ হিসেবে সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ-সংরক্ষণ এবং পরিবার পরিকল্পনা (বলা বাহুল্য, দরিদ্র দেশগুলিতে তথা ভারতবর্ষে যেখানে জনসংখ্যার বিরাট অংশকে দারিদ্র্যসীমার নীচে ফেলে রাখা হ'য়েছে সেখানে জনমুখীন পরিকল্পন রূপায়ণ ও জনসমষ্টির জীবনের মান উন্নয়নে ন্যূনতম অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পরিবেশ সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ তো দূরস্থান!) সদাশয় মার্কিন সরকার হয়তো জনহিতার্থেই ব্যাপারটি নিয়ে এত ভাবিত! কিন্তু রিপোর্টটি ভাল করে পড়লে কি দেখা যাবে? রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে 'দরিদ্র দেশগুলির সঙ্গে ধনী দেশগুলির সম্পদের আশমান জমিন ফারাক। বলা হ'চ্ছে দরিদ্র দেশগুলির এক বিরাট জনসমষ্টির না জুটবে বাসস্থান, না তারা কিনতে পারবে কোন খাদ্যদ্রব্য! অপরদিকে উন্নত দেশগুলির বিরাট সম্পদরাজির কুবের ভাণ্ডার দরিদ্র দেশগুলির ক্রয় ক্ষমতার হিমতাপাঙ্কে খুঁজে পাবে না উপযুক্ত বাজার--'শেষের সেদিন ভয়ংকর' এর অর্থনৈতিক মন্দা সম্পর্কে অতএব, সে সচেতন। সুতরাং 'দুঃখ কর অবধান' এর সাবধানবাণী আর টোটকা নিয়ে সে হাজির!

জনবহুল দেশ ভারতবর্ষে ঝুপড়ি-মকান ভেঙে দারিদ্র্য বারে বারে তছনছ করে গেছে আমাদের ঘর-গেরস্থালী। দারিদ্র্য সীমার নিম্নবর্তী জনসংখ্যার কাছে টোটকা হিসেবে এসেছে পরিবার পরিকল্পনা। তবু দারিদ্র অপুষ্টি আর অশিক্ষার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দায়ী (যা শ্রীঘোষাল বলেছেন) এ- গলাবাজি আর শোনা যাচ্ছে না কেন? (যদিও শ্রীঘোষাল বলেছেন—পরিকল্পনাগুলির যথাযথ রূপায়ণ করেও

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন (২য় পৃষ্ঠার জের)

দারিদ্র্য ইত্যাদির সমাধান করা যায়নি। ভাবা যায় ?) এ-প্রসঙ্গে মার্কিন গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত বিশ্বব্যাঙ্ক কি বলছে দেখা যাক। বিশ্বব্যাঙ্ক বলছে দরিদ্র দেশগুলিতে জন-সম্পদকে যথাযথ কাজে লাগালে তথাকথিত সম্পদ বিনিয়োগের চেয়ে বেশী ফল পাওয়া যাবে এবা জনসম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারটি দরিদ্র দেশগুলিতে অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিত। এ-প্রসঙ্গে শিক্ষারপ্রশ্ন আসে। সুখের কথা সম্প্রতি যোজনা কমিশন নিয়োজিত একটি কার্য্যকরী—দল শিক্ষাকে 'প্রাথমিক সম্পদ উপাদান' হিসেবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করছেন। উন্নয়নশীল দেশে, কেউই এ-ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবেন না, উন্নয়নমুখী শিক্ষা-কর্মসূচী সম্বলিত জনসম্পদের ব্যাপক ব্যবহার এক-দিকে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে যেমন কমিয়ে আনবে দারিদ্র্য, অন্যদিকে ব্যাপক উন্নয়নমুখী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি ঘটাবে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের আত্ম সচেতনতা। কেউই বলবেন না দারিদ্র্য—আর অশিক্ষার ব্যাপকতা কমে জীবনের মান-উন্নয়ন ঘটলে দরকার হবে পরিবার পরিকল্পনার অশ্লীল প্রচার !

কিন্তু তার জন্যেও তো দরকার কিছু গঠণতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন। আজ একথা—কে অস্বীকার করবেন যে, দেশের সম্পদের বেশীর ভাগটাই ভোগ করেছে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখছে মাত্র গুটিকয়েক জনের একটি গোষ্ঠী। ১৯৬৭ আর ১৯৬৯ এর একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের আইন কি ছিঁড়ে ফেলেছে এর ফাঁস জাল ? সরকারী সমীক্ষাই তো বলছে এদের সম্পদ বৃদ্ধি ঘটছে উত্তরোত্তর। সরকারী বিনিয়োগ থেকেও এদের ঘরে জমা হ'চ্ছে উৎপাদনের উপাদান (সূত্রঃ লিংক পত্রিকা, ২১-৯-৮০)। অতএব নীতি-বিবর্জিত রাষ্ট্রীয়াত্তকরণও সঙ্গত কারণেই সরকারী বিনিয়োগের জনপ্রিয়তা কমিয়ে বেসরকারী মূলধনের মৃগয়া-যাত্রা অব্যাহত রাখছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী প রকল্পনা তো আরম্ভ হ'য়ে যাচ্ছে। জনসম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে খসড় পরিকল্পনাটিতে সুস্পষ্ট কোন—কর্মসূচী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—না। কিন্তু সম্পদ বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে ? একচেটিয়া পুঁজি বৃদ্ধি যা প্রতিশ্রুত "Grooth with Social justice" এর পথে অন্তরায় এবং এমনকি যে কোনও সরকারী অর্থনৈতিক কর্মসূচীর পথেও —সেক্ষেত্রে, মোট ১,৫৬,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৯০,০০০ কোটি টাকা সরকারী বিনিয়োগেও (১৯৭৯ সালের মূল্য সূচকে ষষ্ঠ-পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ) কিদারিদ্র্যসীমার নীচের রেখা-টিকে মুছে দিতে পারবে—এমন মুসকিল আসান কই ? 'হাম দো হামারা দো'র অশ্লীল শ্লোগান হাওয়ায় মিলিয়ে গেলে শুরু হবে আর কোন্ জোরালো সরকারী অভিযান ? ভবিষ্যৎই এর উত্তর দেবে।

—অজিতেশ কৌশাম্বী।

সি-পি-এম এর বিরুদ্ধে কং (ই) আক্রমণ

(১ম পৃষ্ঠার জের)

[ই] কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ী লুণ্ঠিত হয়েছে। ওই দিনই হুদরাপুর গ্রামে তীরবিদ্ধ হয়ে একজন কং (ই) কর্মী আহত হন। ২১ অক্টোবর সি-পি-আই (এম) সমর্থকরা পুর্ব্ব পরিকল্পিতভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হুদরাপুর, জালালপুর প্রভৃতি গ্রামে কং (ই] কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ী বাড়ী হামলা চালায়, ভাঙচুর ও লুঠতরাজ করে। একজন মহিলাসহ দু'জন আহত হন। তিনি আরো অভিযোগ করেছেন, রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বড়শিমুল-দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু কং (ই) কর্মী ও সমর্থক সি-পি-আই [এম] এর অত্যাচারে ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন। বিভিন্ন অভিযোগ থাকা সত্বেও পুলিশ এখন পর্যন্ত হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করেনি।

বর্গা নিয়ে বিরোধ

সাগরদীঘি, ১২ই নভেম্বর—এই ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ভুয়া ও আসল বর্গাদারের মধ্যে গণ্ড-গোলের খবর পাওয়া গিয়েছে। চলতি ধান কাটার মরশুমে এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক-তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী পক্ষের নেতা নাজিম হোসেন এক বিবৃতিতে পাঁচ মাইলের মধ্যে নতুন পশুহাটের লাইসেন্স প্রদানকে বে-আইনী বলে উল্লেখ করেছেন। জমি ও জি, আর বণ্টনের ব্যাপারে ব্লকের সি, পি, এম নেতৃবৃন্দ দলীয় স্বার্থরক্ষা করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। এ ছাড়াও সাগরদীঘি প্রা থ মি ক স্বাস্থাকেন্দ্রের শয্যাসংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৬০ করার এবং লালগোলা—সাগরদীঘি সড়কের কাজ শুরু করার দাবি জানানো হয়েছে।

সবার প্রিয় চা—

চা ভা ণ্ডা র

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ইউকোব্যাঙ্কের সাহায্যে একজন সফল পরিবহন ব্যবসায়ী হোন

আপনি যদি উদ্যমী হন এবং যদি মনঃস্থ করে থাকেন পরিবহন ব্যবসা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবেন, আমরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা দিতে তৈরি আছি।

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অটো-রিক্শা, ট্যাকসি, মিনি-বাস, বাস ও ট্রাক কেনার জন্যে আমরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকি। গাড়ির দাম ৬০০০০ টাকার বেশি হলে আমরা ৭৫ শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে দেব আর দাম ৬০০০০ টাকার কম হলে দেব ৭০ শতাংশ। অবশ্য শিক্ষিত বেকার হিসাবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রান্তিক অর্থ পাওয়ার যোগ্যতা যদি আপনার থাকে তাহলে গাড়ির দামের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত অগ্রিম আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে পাবেন।

প্রস্তাবিত গাড়ি/গাড়িগুলি কেনার পর পরিবহন ব্যবসায়ীর মোট গাড়ির সংখ্যা ছয়-এর বেশি না হলে কিংবা সব গাড়ির মোট মূল্য ১০ লক্ষ টাকার বেশি না হলে, যেটিই কম হোক্, বার্ষিক সুদের হার দাঁড়াবে ১১%। বৃহৎ পরিবহন ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সুদের হার বার্ষিক ১২½%।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

আপনাকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

/79R BEN

কর্মখালি

সাহাপুর লার্জ সাইজড্ এগ্রিকালচারেল মালটিপারপাস কো-অপারেটীভ সোসাইটি লিঃ, গ্রাম সাহাপুর, পোঃ সাহাপুর-বারালা, জেলা মুর্শিদাবাদ, এ সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী পদের জন্য একজন সেলস্ম্যান নিয়োগ এবং ম্যানেজার- কাম-ফিল্ড অফিসার একটি পদের প্যানেল তৈয়ারীর জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহবান করা যাইতেছে। বিশদ বিবরণের জন্য সাগরদীঘি নবগ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ও ২নং ব্লক অফিসে অনুসন্ধান করিবেন কিংবা সমিতির অফিসে অফিস চলাকালীন নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট হইতে এ বিষয়ে অনুসন্ধান পাইবেন। দরখাস্তের শেষ তারিখ ইং ১৭-১২-৮০

স্বাক্ষর—জে, সিংহ ২৯ | ১০ | ৮০
একজিকিউটিভ অফিসার,
সাহাপুর লার্জ সাইজড্ এগ্রিকালচারেল মালটিপারপাস্
কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ
পোঃ—সাহাপুর-বারালা, জেলা—মুর্শিদাবাদ।

১৬ই কার্তিক—৩০শে কার্তিক '৮৭

ধান : দেরীতে রোয়া অধিক ফলনশীল ধানে এবং দেশী জাতের ধানে এ সময় গন্ধী পোকা ও শঙ্খকাটা লেদা পোকা লাগতে পারে। এ সব পোকার আক্রমণ বেশী হ'লে আশ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনে দেওয়া সুপারিশ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করুন।

রোয়ার জন্য এ পক্ষ থেকে লাঠিশাল, কলমা ২২২, মাসুরি ও আই-আরঃ৮০ জাতের বীজতলা তৈরী করুন।

গম : সমতল ও কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে এ পক্ষের শেষ সপ্তাহ থেকে সোনালিকা, জনক ও ইউ-পি-২৬২ জাতের, তরাই অঞ্চলে সোনালিকা জাতের এবং পাহাড়ী অঞ্চলে এ পক্ষের গোড়া থেকে গিরিজা ও শৈলজা জাতের গম বুনুন। সেচ বিহীন এলাকায় এ পক্ষের মধ্যেই গম বোনা ভাল। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে জমিতে সার দেওয়াই ভাল। অন্যথায়, জমি তৈরীর সময় গমের জমিতে সার লাগবে, সেচ এলাকায় একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ এবং অসেচ এলাকায় ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ।

আলু : এ পক্ষের প্রথম থেকেই মুল ফসলের জন্য বীজ লাগানো শুরু করুন। মাঝারি জাত হিসাবে কুফরি চমৎকার ও কুফরি জ্যোতি এবং নাবি জাত হিসাবে কুফরি সিন্দুরি ও একারসেগান ভাল জাত। বীজের পরিমান, বীজশোধন ও প্রাথমিক মাত্রায় সারের পরিমান ইত্যাদি জানার জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

রাই ও সরসে : এ পক্ষের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বরুণা (টি ৫৯) ও রাই এ্যাপেক্ট মিউট্যান্ট জাতের বীজ বোনা শেষ করুন। বীজের পরিমান, সার ইত্যাদির জন্য আশ্বিন মাসের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

অন্যান্য ফসল : এ পক্ষে নাবি ফুলকপি, জলদি ও নাবি জাতের বাঁধাকপি, শালগম, ওলকপি, মুলা, পালং, গাজর, বেগুন, টমাটো, লংকা ইত্যাদি সবজি এবং ধনে, মৌরী, কালজিরা, ইত্যাদি মসলার চাষ করতে পারেন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

কৃষি সংবাদ

নিম্নলিখিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মাধ্যমে ভারতীয় পাট সংস্থা মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট দিনে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্য্যন্ত সবরকম মানের পাট ক্রয় শুরু করেছেন প্রত্যেকটি কেন্দ্রে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি এবং সরকারী কৃষি বিপনন সংস্থার অফিসার উপস্থিত থাকবেন।

কৃষকগণ ঐদিনই পাটের মান অনুযায়ী সমূহ মূল্য পেয়ে যাবেন।

ব্লকের নাম	ক্রয় কেন্দ্র	পাট ক্রয়ে নির্দিষ্ট দিন
১) জলঙ্গী	সাগরপাড়া	বুধবার
২) ভগবানগোলা ২নং	আখেরীগঞ্জ	বুধবার
৩) ভগবানগোলা ১নং	ভগবানগোলা বাজার (ফুলতলা মোড়)	মঙ্গলবার
৪) মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	ব্লক অফিসের সন্নিকটে	সোমবার
৫) নওদা	আমতলা	শুক্রবার

এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পাটচাষীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

।। মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত ।।
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।